বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার নং-০৩

তারিখ ঃ ২৮ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১১ মে, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

২০১৯ সনের জন্য শেয়ারের বিপরীতে ডিভিডেন্ড ঘোষণা এবং বিতরণের নীতিমালা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ধারা ২২ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮ এর মাধ্যমে জারিকৃত Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III) এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটায় দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে সৃষ্ট চাপ হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বৃহৎ শিল্প এবং সিএমএসএমই খাতে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা বাস্তবায়নে সহজলভ্য অর্থের সংস্থানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে দু'টি বৃহৎ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম প্রণয়ন করেছে। সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে সৃষ্ট চাপ মোকাবেলা করে ব্যাংকগুলো যাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিতে যথার্থ অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর মুনাফা অবন্টিত রেখে মূলধন শক্তিশালী করার মাধ্যমে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় রাখা একান্ত অপরিহার্য। এতদ্উদ্দেশ্যে ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা এবং ব্যাংকের শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের রিটার্নের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে ২০১৯ সনে সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যাংকের শেয়ারের বিপরীতে ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হল ঃ

ক) (১) প্রভিশন সংরক্ষণসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইতোপূর্বে গৃহীত Deferral সুবিধার অধীনে নয় এরূপ বা ২০১৯ সনের জন্য কোন ধরণের Deferral সুবিধা গ্রহণ ব্যতিরেকে যে সকল ব্যাংক ২.৫% ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফারসহ ন্যূনতম ১২.৫% বা তার বেশি মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে, সে সকল ব্যাংক তাদের সামর্থ্য অনুসারে সর্বোচ্চ ১৫% নগদসহ মোট ৩০% ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে পারবে।

(২) প্রভিশন সংরক্ষণসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইতোপূর্বে গৃহীত Deferral সুবিধার অধীনে নয় এরূপ বা ২০১৯ সনের জন্য কোন ধরণের Deferral সুবিধা গ্রহণ ব্যতিরেকে যে সকল ব্যাংক ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফারসহ ন্যূনতম ১১.২৫% হতে অনুর্ধ্ব ১২.৫% মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে সে সকল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে তাদের সামর্থ্য অনুসারে সর্বোচ্চ ৭.৫% নগদসহ মোট ১৫% ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে পারবে। এরূপ যে সকল ব্যাংকের ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফারসহ ন্যূনতম মূলধন ১১.২৫% এর কম হবে তাদের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড ঘোষণার ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং (গ) এ বর্ণিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

তবে, উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রে ঘোষিত নগদ ডিভিডেন্ড ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর পূর্বে বিতরণ করা যাবে না।

চলমান পাতা-২

খ) প্রভিশন সংরক্ষণসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ২০১৯ সনের জন্য গৃহীত বা ইতোপূর্বে গৃহীত Deferral সুবিধা সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করা হলে যে সকল ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফারসহ ১১.২৫% বা তার বেশি থাকে সে সকল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৫% নগদসহ মোট ১০% ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে পারবে। তবে, ঘোষিত নগদ ডিভিডেন্ড ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর পূর্বে বিতরণ করা যাবে না।

গ) প্রভিশন সংরক্ষণসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ২০১৯ সনের জন্য গৃহীত বা ইতোপূর্বে গৃহীত Deferral সুবিধা সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করা হলে সে সকল ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফারসহ ১১.২৫% এর কম কিন্তু ন্যূনতম সংরক্ষিত মূলধন ১০% হবে সে সকল ব্যাংক ২০১৯ সনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৫% স্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে পারবে।

০৩। যে সকল ব্যাংক ২০১৯ সনের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে সে সকল ব্যাংকের ঘোষিত ডিভিডেন্ডের পরিমাণ এই সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তা স্থগিতপূর্বক যথাশীঘ্র সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

০৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশ জারি করা হল।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০০৯৩